The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVI, 2020 (pp. 231 - 246)
Published in November 2024

বাংলা সনেটের রূপ-রীতি ও উত্তরাধিকার

কাইছার উদ্দিন (কাইছার কবির)*

[**প্রতিপাদ্যসার:** বাংলা সনেটের আলোচনা প্রসঙ্গে উনিশ শতকের ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রথম কবিপুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) নাম অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। তিনি আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার অন্যতম বাহন হিসেবে বাংলা সাহিত্যে সনেট প্রবর্তন করেন এবং যার নামকরণ করেছিলেন *চতুর্দ্দশপদী কবিতা*। আদিযুগের কাহ্নপাদ থেকে যুগসন্ধিকালের ঈশ্বরগুপ্ত পর্যন্ত অনেক কবিই চতুর্দশ পঙক্তি কবিতা রচনা করেছেন, তবে সে-সব কবিতা মূলত সাতটি সমিল পয়ার শ্লোকের সমষ্টি; তাতে সনেটের গূঢ়-গম্ভীরভাব ও সংহত গঠন শৈলী দুর্লক্ষ্য। তবুও বাংলা সাহিত্যে সনেটের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে এ-সব পয়ারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মধুসূদন এবং তাঁর পরবর্তীকালের কবিসমাজের অনেকেই বাংলা সাহিত্যে সনেট রচনা করেছেন; কিন্তু পেত্রার্কাননির্ভর মধুসূদন সনেট-কলাকৃতি কিংবা অন্য কোনো প্রতীচ্য কবির সনেট শৈলী ওই কবিসমাজের কবিতায় কতটুকু অনুসৃত ও অনুশীলিত হয়েছে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তা তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে।]

এক

বাংলা সাহিত্যে আদিযুগের কাহ্নপাদ মধ্যযুগের চণ্ডীদাস ও যুগসন্ধিকালের ঈশ্বরগুপ্ত চতুর্দশ পঙক্তি কবিতা রচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও এই কাল-পরিধিতে আরও অনেক কবি চতুর্দশ পঙক্তি কবিতা রচনা করেছেন। "কিন্তু একটি ভাব বা বিষয় ঠিক চতুর্দশ পঙক্তির আবেষ্টনে প্রকাশ করিবার সচেতন প্রয়াস সে-সকল রচনায় দেখা যায় না। সেকালের সিদ্ধাচার্য বা ভাবুকগণ তাঁহাদের বক্তব্য বা ভাবনা তার রসানুকূল বচনে ও ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে রচনার পঙক্তিসংখ্যা কখনও কখনও চৌদ্দ হইয়া গিয়াছে। সেই নির্দিষ্ট সংখ্যক সময়াতন পঙক্তির মধ্যে সুসংহত রাখিয়া রচনার রূপাবয়ব গঠনের তাগিদ তাঁহারা গ্রাহ্য করেন নাই"(কাদির ৯)– চতুর্দশ পঙক্তির সুগঠিত রূপবন্ধে একটি প্রবল ভাব-প্রেরণা বা উচ্ছ্বসিত রস-কল্পনাকে আত্তীকরণ করার ক্ষমতা সেকালের কবিকুলের ছিল না– তাঁরা মূলত অন্তরের আবেগ ও উপলব্ধিকে কথায় ও সুরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করেছেন। "ফলে সে-সকল কবিতায় সুকঠিন ভাস্কর্যের সুডৌল সৌন্দর্য বিকীর্ণ না হইয়া তাহাদের সমগ্র শব্দ-শরীরে মনোহর বনপুষ্পের বিচিত্র আনন্দ-সুরভি বিচ্ছুরিত হয়।"(ঐ) মধুসূদনের মৌল উদ্দেশ্য ছিল চতুর্দশ পঙক্তির সুনির্ধারিত রূপবন্ধে ভাব-চিন্তা ও অনুভূতির পারম্পর্য বজায় রেখে ইতালীয় সনেটের ছাঁচে বাংলায় সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করা। মধুসূদন কিশোর বয়স থেকেই সনেট সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র মধুসূদন হিন্দু কলেজে পাঠকালে তাঁর রচিত কৈশোরিক ইংরেজি কবিতাবলির মধ্যে ষোলোটি সনেটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া মাদ্রাজ প্রবাসকালেও তিনি টিমোথি পেনপোয়েম (Timothy Penpoem) ছদ্মনামে দুটি সনেট রচনা করেন। মধুসূদনের ইংরেজিতে লেখা এই আঠারোটি সনেটের শিল্পোৎকর্ষ নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও মধুসূদন রচিত সনেটের বিবর্তন ধারায় এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। কবির প্রকৃতিচিন্তা ও আত্মচিন্তা এই

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

সনেটগুলোর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর হাতে বাংলা সনেট রচনার প্রথম সূত্রপাত ঘটে ১৮৬০ সালের ৭ সেপ্টেম্বরে। মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে তিনি এই তারিখে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে (১৮২৬-১৮৯৯) লেখেন:

... I want to introduce the sonnet into our language and some morning ago, made the following:

কবি-মাতৃভাষা
নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অসংখ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে; ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।

বঙ্গকুললক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা– "হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজগৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে?"

What say you to this my good friend! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.''(সোম ২৭৩-২৭৪)

উদ্ধৃত কবিতাটি পরবর্তীকালে পুনর্লিখিত হয়ে 'বঙ্গভাষা' নামে *চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী*-তে মুদ্রিত হয়। মধুসূদনের এবং বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম সনেট 'কবি-মাতৃভাষা'য় মাতৃভাষার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে বাসকালে ইতালীয় ভাষায় বিশষভাবে পারদর্শী হয়ে তিনি পেত্রার্কান সনেটের রূপ-রীতি সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন এবং ভার্সাইতে সনেট রচনায় প্রয়াসী হন। এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ সোমের (১৮৭০-১৯৪০) বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "যে ক্ষুদ্র কবিতার (সনেট) বীজ ভারতক্ষেত্রে তাঁহার হৃদয় অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহাই য়ুরোপে ইতালীয় কবিতারসে পরিপুষ্ট হইয়া, গৌড়-কাননের অনুচ্চ সৌরভিত পুষ্পকুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল।"(সোম ২৭৪-২৭৫) দীর্ঘ পাঁচবছর পর ১৮৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারি ভার্সাই থেকে বন্ধু গৌরদাস বাসাককে (১৮২৬-১৮৯৯) নতুন চারটি সনেট ('অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'জয়দেব', 'সায়ংকাল' ও 'কবতক্ষ নদ') লিখে পাঠান। সেইসঙ্গে পত্রে লেখেন :

> ... I have been lately reading Petrarca– the Italian poet, and scribbling some 'sonnets' after his manner... I dare say the sonnet 'চতুর্দ্দশপদী' will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. Believe me, my

> dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. (বসু ৫৭৫-৫৭৬)

এই চিঠিতে কবি বাংলা ভাষায় সনেটের সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। পরবর্তীকালে কবির লেখা সনেট তাঁর এই ভবিষ্যৎ-বাণীকে সার্থক করে তুলেছে। উল্লিখিত চিঠি দুটিতে মধুসূদনের ইতালীয় কবি পেত্রার্কার সনেটের আদর্শে বাংলা ভাষায় সনেট রচনা করার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। ইতালিতে পেত্রার্ক তাঁর ব্যক্তি অভিজ্ঞতাজাত একান্তই মানবীয় বা নর-নারীর দেহাশ্রিত প্রেমের কলগুঞ্জনকে প্রকাশ করবার জন্য চৌদ্দ পঙক্তির কবিতা রচনা করেন, যার মধ্যে দুটি শুক্ল ভাবগত (Ideological) এবং চরণান্তের মিলগত স্তবক (Verse) ছিল। প্রথম স্তবকটি আট-পঙক্তির, তাকে বলা হায় 'অষ্টক' (Octave) এবং দ্বিতীয় স্তবকটি ছয় পঙক্তির, তাকে বলা হয় 'ষটক' (Sestet); আট পঙক্তির স্তবক আবার দুটি চার পঙক্তির চতুষ্কে (Quatrain) এবং ছয় পঙক্তির স্তবক দুটি তিন পঙক্তির ত্রিকে (Tercet) বিভক্ত। পেত্রার্কীয়-রীতি অনুযায়ী অষ্টকের প্রথম চতুষ্কে বক্তব্য উপস্থাপন, দ্বিতীয়ে বিশ্লেষণ বা কারণ নির্দেশ; ষটকের প্রথম ত্রিকে বিষয়ের পরিপূরক বক্তব্য এবং দ্বিতীয়টিতে উপসংহার বা সমাধান লক্ষ করা যায়। এ-ধরনের সনেটে চতুষ্কদ্বয় পরস্পর বিযুক্ত এবং ত্রিকদ্বয় পূর্ণভাবযতি (Thought Pause) দ্বারা খণ্ডিত থাকে। চৌদ্দ পঙক্তি সমন্বিত এই সনেট-কবিতায় কবি-হৃদয়ের বিরল অভিজ্ঞতার একটি অখণ্ড ভাবকল্পনা বা অনুভূতি কণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতিতে দু'ধরনের মিল-বিন্যাস (Rhyme-Scheme) রয়েছে; যথা–

ক১. কখখক কখখক গঘগ ঘগঘ
ক২. কখখক কখখক গঘঙ গঘঙ

এছাড়াও পেত্রার্কীয় সনেটের ষটকে আরো চার ধরনের মিল ব্যবহৃত হয়; যথা–

খ১. কখখক কখখক গঘঘ গগঘ
খ২. কখখক কখখক গঘগ ঘঘগ
খ৩. কখখক কখখক গঘঘ গঘগ
খ৪. কখখক কখখক গঘঙ ঙঘগ

নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর *মধুস্মৃতি* গ্রন্থে মধুসূদনের মোট ১০৮টি বাংলা সনেট মুদ্রিত করেছেন। ভার্সাই থেকে বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা চিঠিতে মধুসূদন পেত্রার্কার আদলে বাংলায় সনেট রচনা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। পেত্রার্কান ১ক. রীতি-অনুসরণে মধুসূদন ৭টি সনেট: 'সায়ংকালের তারা' , 'মহাভারত', 'ঈশ্বরী পাটনী', 'শ্মশান', 'সংস্কৃত', 'রামায়ণ', ও 'কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া' এবং ক২. রীতি-অনুসরণে কেবল ১টি সনেট: 'কমলে কামিনী' রচনা করেন। তাঁর অবশিষ্ট ১০০ টি সনেট ভঙ্গ কিংবা শিথিল পেত্রার্কীয়-রীতিতে নির্মিত। তিনি একটিও নিয়ম-নিরপেক্ষ (Irregular) সনেট রচনা করেননি। তাঁর সনেটের স্বকীয়তা বুঝতে সাহায্য করে ইংরেজ কবি থিওডর ওয়াটস ডানটনের (Theodore Watts Dunton, 1832-1914) নির্দিষ্ট সনেটের সংজ্ঞা:

> A sonnet is a wave of melody:
> From heaving waters of the impassional soul
> A billow of tidal music one and whole,
> Flow in the "Octave"; Then returning free,
> Its ebbing surges in the "Sestet" roll
> Back to the deeps of life's tumultuous sea.(উদ্ধৃতি, গুপ্ত ২৭৯)

ইতালীয় সনেটে একাদশ দল, ফরাসি সনেটে দ্বাদশ দল আর ইংরেজি সনেটে দশ দলে পঙক্তি হয়। কিন্তু বাংলায় মধুসূদন পঞ্চদ্বিদল পঙক্তিক Heroic Verse-এর বিকল্প চতুর্দশমাত্রক পয়ার-বন্ধকেই বাংলা সনেটের আদর্শ বাহনরূপে গ্রহণ করেছেন। আর সনেটের অষ্টক স্তবক-বন্ধে মাত্র দুটি মিল, ষটক স্তবক-বন্ধে দুটি বা তিনটি মিল বিন্যস্ত করেছেন। অবশ্য অষ্টকের মিলবিন্যাসে তিনি আট প্রকার বৈচিত্র্য (কখকখ কখকখ; কখকখ খকখক; কখখক কখখক; কখখক খককখ; কখকখ কখখক; কখকখ খককখ; কখখক খকখক ও কখখক কখকখ) এবং ষটকের মিলবিন্যাসে নয় প্রকার (গঘগ ঘগঘ; গঘঘ গঘগ; গঘগ ঘঙঙ; গঘঘ গঙঙ; গঘঙ গঘঙ; গঘঘ গকক; কগক গকক; গখগ খগখ ও গখখ গখগ) বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

মধুসূদন তাঁর *চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'*তে অষ্টক ও ষটকের বিভাজন পুরোপুরি মানেননি, মিল রচনায় নিয়েছেন স্বাধীনতা ; ফলে দেশ-কাল, ভাব ও ভাষার বদলের সঙ্গে সঙ্গে সনেটের প্রকৃতির বদল অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনের মধ্যে বাংলা সনেটের বিচিত্র প্রাণধর্মিতা, ঋজুতা ও জনপ্রিয়তার বীজ নিহিত। মধুসূদনের সনেট কেবল বাংলাতেই নয় অন্যান্য ভারতীয় ভাষা অসমীয়া, ওড়িয়া এমনকি হিন্দিতেও যথাসময়ে গৃহীত, চর্চিত ও রচিত হয়েছে। মোটকথা মধুসূদনের সনেট প্রবর্তন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পেত্রার্কের রূপকর্ম অনুসরণে অক্ষয়কুমার বড়ালের (১৮৬০-১৯১৯) 'শতনাগিনীর পাকে', 'সে নেত্রে', 'নিত্যকৃষ্ণ বসু' (ক১) 'সন্ধ্যায়' (ক২); 'হৃদয় সমুদ্র সম', 'পূজার পর' (খ১); কামিনী রায়ের (১৮৬৪-১৯৩৩) 'সহযাত্রা-৮'(ক১); 'সিরাজদ্দৌলার সমাধি দর্শন-১', 'গৃহদ্বারে দিওনা অর্গল ', 'সহযাত্রা-৭', 'মাঘের চতুর্থ দিন', 'শ্মশানপথে দেশবন্ধু-১', 'বেহিসাবী দান', 'বহুর ভিতরে', 'ভাবুকের ভুল', 'শিশু সেতু', 'মাতৃজন্ম', 'সোদরার প্রতি-১', 'অভব্য দৈব', 'অভিমানে', 'মানসী প্রতিমা', 'বাসন্তাগমে', 'বিচ্ছেদের সফলতা', 'নিত্যস্মৃতি', 'কন্যা বিরহে', 'কন্যা বুলবুলের প্রতি','অদ্ভুত প্রেম','ঘোর রহস্য (ক২); চিত্তরঞ্জন দাসের (১৮৭০-১৯২৫) 'ঈশ্বর' (ক১); সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের (১৮৮১-১৯৪৪) 'যাযাবর', 'জিজ্ঞাসা', 'বহুবল্লভ', 'মৌন', 'প্রাপ্তি', 'চিঠি-১', 'বিষাণ', 'পলাতকা', 'পরাজয়', 'বিমুখা', 'নিস্পৃহ', 'ব্যর্থচেষ্টা', 'নিমেষিকা', 'রূপসী-১', 'দীপালী', 'প্রশ্নোত্তর', 'উত্তরা', 'অদীনপুণ্যা', 'পূর্ণিমা', 'এইক্ষণে', 'তৃপ্তি', 'ভীরু'(ক২); মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) 'পয়ার' (ক১); সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-১৯৬০) 'জাতক'-(১),(২),(ক২) প্রমথনাথ বিশীর (১৯০১-১৯৮৭) 'প্রাচীন আসামী হইতে-৩২' (ক২); 'প্রাচীন পারসীক হইতে-২০' (খ৪); আবদুল কাদিরের (১৯০৬-১৯৮৪) 'মৃত্যুস্বপ্ন'(ক১), 'একাত্মা'(ক২); অজিত দত্তের (১৯০৭-১৯৭১) 'কবিতা', 'শীলাভট্টারিকা', 'ইতিহাস', 'বিশ্রাম', 'পশ্চাতের আমি', 'নবজাতক', 'যাত্রা', 'খেয়া', 'অগ্রদানী'(ক২); 'দুর্লভরাত্রি', 'একটি স্বপ্ন', 'গুরুজনদের মাঝে', 'আকাঙ্ক্ষা', 'নাস্তিক', 'জ্বরে', 'বার্তা', 'প্যারাডাইজ লস্ট', 'শরৎ', 'প্রার্থনা', 'ছায়াসঙ্গিনী', 'রাত্রি এলো', 'নেশা' (খ১); 'শুভক্ষণ', 'সনেট', 'বাড়ব', 'সৈনিক মৈনাক হও', 'গোপনীয়', 'আশা', 'গণ্ডি', 'চুরি', 'রাজা', 'মূর্তি'(খ৪); মতিউল ইসলামের (১৯১৪-১৯৮৪) 'নতুন জমানা'(ক১); ফররুখ আহমদের (১৯১৮-১৯৭৪) 'দুর্লভ মুহূর্ত'(খ২); আবদুল হাই মাশরেকীর (১৯১৯-১৯৮৮) চেরাগ'(খ৪); আবদুর রশীদ খানের (১৯২৪-২০১৯) 'তিমিরাভিসার'; জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর (১৯২৮-২০১৪) 'সনেট' (খ৩); শামসুর রাহমানের (১৯২৯-২০০৬) 'একটি টিনের বাঁশি'(খ৩); আলাউদ্দিন আল আজাদের (১৯৩২-২০০৯) 'একটি শস্যের শিশু', আমার মৃত্যুর পরে' (ক২) ও মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর (১৯৩৬-২০১৩) 'কবিতার দেশ নেই' (খ৪) প্রভৃতি সনেট উল্লেখযোগ্য।

দুই

ইংরেজি সাহিত্যের আদি সনেটকার হলেন সার টমাস ওয়াট্ (Sir Thomas Wyatt, 1503-1542) এবং হেনরি হাওয়ার্ড আর্ল অব সারে (Henry Howard Earl of Surry, 1517-1547)। ১৫২৭ সালে ওয়াট্ কূটনৈতিক কারণে একবার ইতালিতে যান এবং তিনি পেত্রার্কার কয়েকটি সনেট ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এ-কারণে ওয়াটকেই ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম সনেটকার রূপে চিহ্নিত করা হয়। ওয়াট্ এবং সারের জীবনকালে তাঁদের কোনো কাব্যগন্থ প্রকাশিত হয়নি। এঁদের মৃত্যুর অনেক পরে Richard Tottle (Died, 1594) নামে একজন ব্রিটিশ প্রকাশক ১৫৫৭ সালে Tottle's Miscellany Songs and Sonnets শীর্ষক শিরোনামে অল্প সংখ্যক কবির ৫৪টি কবিতার একটি কাব্য-সংকলন প্রকাশ করেন। এই কাব্য-সংকলনে অজানা লেখকের নয়টি, নিকোলাস গ্রিমাল্ডের ৩টি ওয়াটের ২৭টি এবং সারের ১৫টি সনেট সংকলিত হয়। ১৯৪৯ সালে মুইর (Muir) ওয়াটের ৩০টি সনেট সংবলিত একটি কাব্য-সংকলন প্রকাশ করেন। ওয়াটের অধিকাংশ সনেট বিভিন্ন ইতালিয়ান কবির অনুবাদকল্প রচনা এবং প্রেমই তাঁর সনেটের উপজীব্য ; যদিও কয়েকটি সনেট তৎকালীন সমাজ-জীবনের প্রভাবজাত।

সনেট কলাকৃতির ক্ষেত্রে ওয়াট মূলত পেত্রার্কান। ষটকের মিলবিন্যাসে তিনি পেত্রার্ককে অনুসরণ না করলেও পেত্রার্কান সনেটের অধিকাংশ মৌল-লক্ষণ তিনি যথাযথ অনুসরণ করেছেন। তাঁর সনেটের অষ্টক দুটি সংবৃত চতুষ্কে এবং ষটক একটি চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত। এই মিত্রাক্ষর যুগ্মকে থাকে সমগ্র ভাব-কল্পনার সারসত্য বা সিদ্ধান্ত। ওয়াটীয় সনেটের রূপবন্ধ দুই ধরনের; যথা–

১. কখখক কখখক গঘঘগ ঙঙ
২. কখখক কখখক গঘগঘ ঙঙ

ওয়াট সনেটের মিল সংখ্যাকে সর্বক্ষেত্রেই পাঁচ-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এই প্রকৃতির কলাকৃতিকেই অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সনেট রচনা করেন রবীন্দ্রনাথের কবিভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০)। প্রথম পদ্ধতি অনুসরণে তাঁর 'পিসিমার সীতাভোগ', 'মহাত্মা কেম্পিসের প্রতি', 'শ্রী গৌরাঙ্গের প্রতি-১', 'সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর'; দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসরণে তাঁর 'ঊষা', 'অপূর্ব কৃষ্ণপ্রাপ্তি', শেফালি'. 'শ্রীহরির প্রতি', 'ফতে গড়ের মাকালী', 'সৌম্য'. 'বনফুল' প্রভৃতি সনেট রচিত। দেবেন্দ্রনাথ সনেটের মিল ও শব্দের ক্ষেত্রে মধুসূদন-রবীন্দ্র অনুসারী কবি; যদিও মিলের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে তাঁর তেমন কোনো দক্ষতা ছিল না। সনেটের কঠিন কাঠামোয় গীতিকবিতা রচনা করতে গিয়ে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি স্বরান্ত মিল যোজনায় অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাংলা ভাষায় স্বরান্ত মিলের সংগীতিক আবেদন ও মাধুর্য ব্যঞ্জনান্ত মিলের চেয়ে অনেক বেশি– রূপারূপে এবং ভাবের গাঢ়তায় তাঁর সনেটগুলো আদর্শ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। দেবেন্দ্রনাথের পর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ওয়াটের দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসরণে রচনা করেন 'মৃতপ্রেম', 'প্রতিহিংসা', 'অভিব্যাপ্তি', 'পণ্ডশ্রম', 'বিকলতা', 'বাক্য', 'দ্বন্দ্ব', 'বিপ্রলাপ', 'কঞ্চুকী', 'সোহংবাদ' প্রভৃতি সনেট। এছাড়া মোতাহের হোসেন চৌধুরীর (১৯০৩-১৯৫৬) 'আজ নয়' এবং হাবীবুর রহমানের (১৯২২-১৯৭৬)'মানব-বন্দনা' ও 'ইট' ওয়াটের দ্বিতীয় পদ্ধতি-অনুসারে রচিত।

ইংরেজি সনেট মূলত উইলিয়াম শেক্সপীয়রের (William Shakespeare, 1564-1616) নামেই পরিচিত। তাঁর ১৫৪টি সনেট-পরম্পরা (Sonnet-Sequence) গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৬১৬ সালে। তাঁর সনেটগুলোর মধ্যে প্রথম ১২৬টি তাঁর কোনো এক যুবাবন্ধুর উদ্দেশে এবং অবশিষ্ট ২৮টি 'দা ডার্ক লেডি' (The Dark Lady) নামে কোনো এক রহস্যময়ী কৃষ্ণবর্ণা নারীকে কেন্দ্র করে রচিত। শেক্সপীয়রের সমসাময়িক অনেক কবি বিভিন্ন সময়ে পেত্রার্কীয়-রীতিতে সনেট রচনা করলেও শেক্সপীয়র কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁর পূর্ববর্তী সনেটেকার সারের রীতিকেই অনুসরণ করে সনেটকে নবরূপ দান করেছেন, যা পরবর্তীকালে পরিচিত হয়েছিল 'শেক্সপীরীয়-রীতি' বা 'ইংরেজি-রীতি' হিসেবে। লেভারের ভাষায়, "It became the stable late-Elizabethan sonnet-form, which Shakespeare too was to adopt."(*The Elizabethan Sonnets* 47) শেক্সপীয়র ১৫৪টি সনেট রচনা করেন নিম্নোক্ত ছাঁচে :

কখকখ গঘগঘ ঙচঙচ ছছ

উল্লেখ্য যে, *টোটেল মিসেলিনি* (Tottel's Miscellany)- তে সারের যে পনেরোটি সনেটের সন্ধান পাওয়া যায় এর প্রায় সমস্ত সনেটই উপর্যুক্ত মিল-বিন্যাসে রচিত। তিনি পেত্রার্ক তথা ইতালীয় এবং পূর্বসূরী ওয়াটের মৌল আদর্শ থেকে অনেকখানি সরে গিয়ে সনেট-রূপকল্পে সম্পূর্ণ নতুন ছাঁচ তৈরি করেন। এডমন্ড স্পেনসারের (Edmond Spenser, 1552-1599) *আমোরেত্তি* (*Amoretti*,1595) কাব্যের অষ্টম সনেট এবং তাঁর দ্বারা ফরাসি কবি ক্লেমাঁ মারোর সনেটের অনুবাদ-সংকলন *দা ভিশনস অব পেত্রার্ক (The Visions of Petrarch)* গ্রন্থের সনেটও ওয়াটের উল্লিখিত রূপকর্মের অনুরূপ। সনেট-কলাকৃতির ক্ষেত্রে শেক্সপীয়রের মতো স্পেনসার মূলত সারের মিল বিন্যাস-পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর *আমোরেত্তি* (*আমোরেত্তি* কাব্যের মোট সনেট সংখ্যা ৮৮টি) কাব্যের ৮৭টি সনেট রচনা করেন নিম্নোক্ত রূপশৈলীতে:

কখকখ খগখগ গঘগঘ ঙঙ

এটিই সনেটের ইতিহাসে স্পেনসারীয় রীতি নামে পরিচিত। স্পেনসারীয়-মিলে রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম 'সনেট' বিষ্ণু দে-র *তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ* গ্রন্থের 'সনেট' শীর্ষক কবিতাটি। কিন্তু এই রীতি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে শেক্সপীয়রের অনুসৃত মুক্তক রীতিটি তাঁর সারস্বত-প্রতিভার স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে ইংল্যান্ডে এবং পরে অন্যান্য দেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

শেক্সপীয়র-সনেটের চৌদ্দটি পঙক্তি সাতমিলের তিনটি বিবৃত চতুষ্ক (Quatrain) ও একটি মিত্রাক্ষর-যুগ্মক (Rhymed-Couplet) নিয়ে বিন্যস্ত। প্রথম চতুষ্কে থাকে বক্তব্যের অবতারণা, দ্বিতীয় চতুষ্কে বিষয়ের বিশ্লেষণ, তৃতীয় চতুষ্কে সমগ্র ভাবের মর্ম-রূপায়ণ এবং মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য। মিত্রাক্ষর যুগ্মকটিতে সমগ্র কবিতাটির মূলভাব সংহত হয়ে বিস্ময়কর অপার সৌন্দর্য বিস্তার করে এবং তা মনের মধ্যে প্রগাঢ় রেখাপাত সৃষ্টির মধ্যদিয়ে ভাব ও রূপের পরিপূর্ণতা সাধন করে। পেত্রার্কান সনেটের আবর্তন-সন্ধি (Volte) এখানে অনুপস্থিত, অষ্টক ও ষটকের ভেদরেখাও বিলুপ্ত। এছাড়া তরল ব্যঞ্জনধ্বনি ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার, পদের মধ্যে ও শেষে মিলের প্রয়োগ প্রভৃতি কারণে সমালোচকদের মতে শেক্সপীরীয়-রীতির সনেট অনেক বেশি সাবলীল ও আকর্ষণীয় হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম শেক্সপীরীয়-রীতির সনেট রচনা করেন। তাঁর 'স্মৃতি', 'কেন', 'পবিত্রপ্রেম', 'অক্ষমতা','জাগিবার চেষ্টা', 'কবির অহংকার', 'বিজনে', 'সত্য-১', 'তবু', 'দরিদ্রা', 'প্রাণের দান' মোট ১১টি সনেট খাঁটি শেক্সপীরীয়-রীতিতে রচিত। বাঙালি কবিরা শেক্সপীরীয়-পদ্ধতিতে সবচেয়ে বেশি সনেট রচনা করেছেন। নিচে বিভিন্ন কবির শেক্সপীরীয়-পদ্ধতিতে রচিত সনেট দেখানো হলো– গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৬-১৯১৮): 'যুবতী', 'বৃদ্ধা', 'আমার ঈশ্বর', 'ভূতের ভয়', 'সংবাদ', 'আমি আছি তারি', 'বিরক্ত নারী', 'প্রেতযোনি', 'আগে ছিল মন', 'অবশিষ্ট', শাঁখের করাত', 'অনুরোধ', 'নাই কি', 'স্ত্রীপুরুষের প্রেম', 'ব্যবধান', 'কিশোরী-১', 'পাঠ', 'ফুলদানী', 'আলিঙ্গন', 'চিড়াকূটা', 'শরৎ', 'বিক্রমপুর', 'শরতের ঊষা', 'দুর্ভিক্ষে লক্ষীপূজা', 'অবলা ও অনল', 'একপদাঘাতে', 'জলধর', 'আত্মঘাতী', 'কোকিল', 'মোক্ষদা-১', 'কাঁথা সেলাই', 'পুষ্প-সজ্জা', 'দেবালিকা', 'নারী', 'ধর্মগ্রন্থ', 'অপরাজিতা', 'ভাওয়ালে পূজা'; দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০): 'সদ্যঃস্নাতা', 'সূরা', 'নিদাঘের রৌদ্র', 'রবীন্দ্রবাবুর সনেট', 'আষাঢ়', 'হোমাগ্নি', 'উমামঙ্গল'; অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯): 'শতাধিক'; রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০): 'বোঝে না'; নবকৃষ্ণ ঘোষ (১৮৬৮-১৯৪১): 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'; রসময় লাহা (১৮৬৯-১৯২৯): 'রজনীগন্ধা', 'শেফালিকা', 'সহপাঠী', 'বালিকা', 'উপহার', 'অন্তিমে', 'কালিদাস', 'মেঘনাদ', 'চিত্ত-দর্শন', 'হেমচন্দ্র', 'তপোবন', 'রবির প্রেম', 'কবিতা'; গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭০-১৯৩৫): 'তুলনা', 'কল্যাণী'; ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪০): 'আত্মদানের শঙ্কা', 'লোকাতীত ভূমি', 'বাহ্যবিরহিতা'; প্রমথনাথ রায় চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯): 'তোরে দেখি এলাহিরে', 'শিশুহাস্য চম্বুকের', 'জালিক তোমাকে নিয়ে', 'শক্তির দানব', 'রোমাঞ্চ ও গানে', 'শিখেছি ও হাহা শুনে'; মৃণালিনী দেবী (১৮৭৩-১৯০২): 'বিনিময়', 'নিশীতে', 'সম্মান', 'পৌর্ণমাসী'; সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬): 'নববিধবা', 'নবকুমার', 'নগেন্দ্র', 'হেমেন্দ্র', 'মহেন্দ্র', 'জীবনানন্দ', 'বাতায়নে', 'অমরনাথ', 'নদীতীরে', 'পিতৃস্নেহ', 'জনক', 'রাজর্ষি'; রমণীমোহন ঘোষ (১৮৭৫-১৯২৮): 'কল্পনা ভ্রমর', 'সন্ধ্যাদীপ', 'সাধ', 'পূজারিণী', 'ঐশ্বর্য'; কিরণচাঁদ দরবেশ (১৮৭৮-১৯৪৬): 'কর্মের আকাঙ্ক্ষা', 'গুরুকে', 'মানস-পূজা', 'অনর্থ', 'অসীমত্ববোধ'; যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৭): 'দুইপক্ষ', 'রজনীগন্ধা', 'বয়ঃসন্ধি'; সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২): 'আলোকলতা', 'অরণ্যেরোদন', 'ঝড় ও চারাগাছ', 'শাহারজাদী', 'অক্ষয়বট', 'সমাপ্তে', 'কেলিকদম্ব', 'নব মেঘোদয়', 'লরেল', 'মেথর', 'ইচ্ছামুক্তি', 'কোন নেতার প্রতি'; জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (১৮৮৩-১৯২৩): 'নিবেদন', 'প্রেমের বন্ধন', 'প্রার্থনা', 'আশ্বাস', 'অসমাপ্ত', 'অতৃপ্ত'; কান্তিচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৬-১৯৪৮): 'মিলনে', 'বিরহে', 'বাদলে', 'অকথিত', 'সুরে', 'ভ্রষ্টলগ্ন', 'অনুতপ্ত'; মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬): 'শান্তি'; কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৬): 'রজনীশেষে', 'শেষ', 'তৃষ্ণা', 'বিদায় না আহবান', 'দারিদ্র্য'; বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৫৯): 'আবাহন', 'রজনীকান্তের প্রতি', 'প্রকৃতির মহাপ্রাণ', 'লহরী', 'সূর্যাস্ত', 'মধুসূদন', 'আগমনী', 'নারী', 'রবীন্দ্রনাথ'; হেমেন্দ্রলাল রায় (১৮৯২-১৯৩৫): 'দেহের মহিমা', 'বসন্তের আগমন', 'দৃষ্টি', 'আদি নরনারী', 'সিন্ধুর মাতৃত্ব'; নিরুপমা দেবী (১৮৯৫-১৯৮৪): 'বিরহ ও মিলন'; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬১): 'মহাসত্য', 'জাদুঘর', 'মাধবীপূর্ণিমা'; মনীশ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯): 'তারা', 'ব্যর্থ'; অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭১): 'ব্যর্থকবি', 'কোনপথে', 'বান'; আজিজুল হাকিম (১৯০৮-১৯৬২): 'আশা'; বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২): 'গার্হস্থ্যা-শ্রম-আত্মজ্ঞান', 'এক টিকেটহীন সহযাত্রী', '৭ই নভেম্বর', 'সনেট', 'ওরে বাছা', 'মানুষের দেশ স্বয়ং প্রকৃতি'; সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪-১৯৯৮): 'প্রেম'; শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬): 'বাড়ি', 'খেলনা', 'কবিতার সঙ্গে গেরস্থালী', 'সন্ধ্যার খালুই থেকে', 'ঈদকার্ড', 'গূঢ় সহবতে', 'আমরা ক'জন শুধু', 'কাল রাতে স্বপ্ন', 'যে-কোনো সকালে', 'প্যারাবল', 'মাপকাঠি'; ফজল শাহাবুদ্দীন (১৯৩৬-২০১৪): 'সেই পাণ্ডুলিপি' ও আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯): 'তরঙ্গিত প্রলোভন',

'সোনালি কাবিন': সনেট পরম্পরা-১,২,৫,৯,১৩,১৪; হুমায়ুন কবির (১৯৪৮-১৯৭২): 'নবনারী', 'সিন্ধুকারা', 'ভিক্ষা' প্রভৃতি।

ওয়াট, সারে ও শেক্সপীয়রের পরে ইংল্যান্ডে তথা ইংরেজি সাহিত্যে অনেকেই সনেট লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বহুবিশ্রুত কীর্তিজন মিল্টন (John Milton, 1608-1674), পার্সি বিশি শেলী (Percy Bysshe Shelley, 1792-1822), জন কীটস (John Keats, 1795-1821), এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং (Elizabeth Barrett Browning, 1806-1861), ডি.জি. রসেটি (D.G./ Dante Gabriel Rossetti, 1828-1882), ক্রিশ্চিনা রসেটি (Christina Rossetti, 1830-1894), রুপার্ট ব্রুক (Rupert Brook, 1887-1915) প্রমুখ খ্যাতিসম্পন্ন কবি যেমন রয়েছেন, তেমনি অনুজ্জ্বল কবিও আছেন। কিন্তু ইংরেজি সনেটের সুবিশাল জগতে কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডস্বয়ার্থ (William Wordsworth, 1770-1850)- এর কিছু বিশিষ্টতা রয়েছে। যদিও অনস্বীকার্য যে, সনেটীয় মাধ্যমের চেয়ে কবিতার অপরাপর 'ফর্মে'ই তাঁর যুগন্ধর কবিপ্রতিভার দীপ্ত প্রতিফলন সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। তিনি সর্বমোট ৫২৩টি সনেট রচনা করেছেন। উইলিয়াম হেনার হাডসন তাঁর *Wordsworth and his poetry* গ্রন্থে ওয়ার্ডস্বার্থকে 'The greatest of English sonnet writers' বলেছেন। ওয়ার্ডস্বার্থের কয়েকটি প্রসিদ্ধ সনেট খাঁটি পেত্রার্কীয় পদ্ধতিতেই নির্মিত; কিন্তু সনেটের ইতিহাসে তাঁর বিশেষ অবদান তাঁর উদ্ভাবিত নতুন রূপবন্ধ। ওয়ার্ডস্বার্থীয় সনেটের রূপবন্ধ দু'প্রকার; যথা–

১. কখখক কগগক ঘঙঙঘ চচ
২. কখখক কগগক ঘঙঘঙ চচ

উল্লিখিত প্রথম ছাঁচে দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'প্রিয়তমার প্রতি' ও 'স্বপ্ন' এবং দ্বিতীয় ছাঁচে বেনজীর আহমদের (১৯০৩-১৯৮৩) 'রৌদ্রদগ্ধ', 'বসুন্ধরা'; আজিজর রহমানের (১৯১৪-১৯৭৮) 'সে'; ফররুখ আহমদের 'গাওসুল-আজম', 'মৃত্যু-সংকট' ও রিয়াজউদ্দীন চৌধুরীর 'অমাবস্যা' প্রভৃতি সনেট নির্মিত। সনেটের মিলবিন্যাসে ওয়ার্ডস্বার্থ নানা বৈচিত্র্য দেখালেও কলাকৃতির ক্ষেত্রে তিনি মূলত পেত্রার্কান ও শেক্সপীয়রীয় রীতির অনুগত।

তিন

ফরাসি রেনেসাঁস-পর্বে ফরাসি সাহিত্যে গীতিকাব্যের অন্যতম বাহন হিসেবে সনেটের পেত্রার্কান রীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ক্লেমাঁ মারো (Ctement Marot, 1496-1544) পেত্রার্কার ছয়টি সনেটের অনুবাদসহ কয়েকটি মৌলিক সনেট রচনা করে ফ্রান্সে প্রথম সনেট প্রবর্তন করেন (Brereton 174)। এরপর জয়াক্যাঁ দ্যু বেলে (Joachim du Bellay, 1522-1560), পিয়ের দ্য রোসাঁ (Pierre de Ronsard, 1524-1585), র‍্যমি বেল্লো (Remy Belleau, 1528-1577), এতিয়েন জলেদ (Etienne Jodelle, 1532-1573) এবং আতোয়ান দ্য বাইফ (Antoine de Baif, 1532-1589) প্রভৃতি প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর হাতে ফরাসি সনেট রচনার নতুন ধরা সূচিত হয়। এ-প্রসঙ্গে সিডনি লী বলেন:

> Very different was the fortune of the Sonnet, which was openly borrowed by the pleiade from Italy and became the chief badge of the new poetic movement (Lee 13).

প্লেয়াদ-কবিকুল ইতালিয়ান সনেটের আদর্শে প্রচুর সংখ্যক পেত্রার্কান-রীতির সনেট রচনা করলেও তাঁদের হাতেই মূলত ফরাসি সনেট বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। ফরাসি সনেট চৌদ্দ পঙক্তি অষ্টক ও ষটক দুটি পর্বে বিভক্ত; আবার অষ্টক দুটি সংবৃত চতুষ্কে ও ষটক দুটি ত্রিকে গঠিত। ষটকের প্রথম ত্রিক এবং দ্বিতীয় ত্রিক-র শীর্ষে দুটি ভিন্ন মিলের যুগ্মক রয়েছে। ফরাসি সনেটের রূপবন্ধ:

কখখক কখখক গগঘ ঙঙঘ

উল্লিখিত সনেটের মিলবিন্যাসই প্লেয়াদ-কবিকুল ফরাসি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ-প্রসঙ্গে ফরাসি সাহিত্যের ইতিহাস লেখক জিওফ্রে ব্রেরটনের মন্তব্য:

> The French Sonnet is based on the Italian and rhymes abba abba followed by some such combination as ccd eed (Brereton 134).

পরবর্তীকালের ফরাসি কবিরাও সনেট রচনায় এই মিলবিন্যাস থেকে সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ ফরাসি-বীতির সনেট বাংলা ভাষায় খুব কম। বিষ্ণু দে-র *উর্বশী ও আর্টেমিস* কাব্যের 'কবিপ্রেম' শীর্ষক কবিতাটি এই রীতির সনেট। ফরাসি সাহিত্যে কলাকৈবল্যবাদী পারন্যাসিয়ান (Parnassian) কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটলে সনেটের ষটকে গগঘ ঙঘঙ মিলটিও গুরুত্ব পায়। এ-ক্ষেত্রে ফরাসি সনেটের রূপবন্ধ:

কখখক কখখক গগঘ ঙঘঙ

উল্লিখিত সনেট-রীতির কবিদ্বয় হলেন লেকোঁৎ দ্য লিল (Leconte de Lisle,1818-1894) এবং জে. এম. দ্য এরেদিয়া (J. M. de Heredia, 1842-1905)। ফরাসি কবিরা সনেটের ষটকে নিজস্ব প্রকৃতির যে মিলবিন্যাস প্রবর্তন করেছেন সনেট-কলাকৃতির দিক থেকে তাও মূলত পেত্রার্কান। পেত্রার্কান সনেটের মতোই তাঁরা মিল সংখ্যাকে পাঁচ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সনেটের গভীর ও সুদৃঢ় ভাবমূর্তি রচনায় অধিকতর মনোযোগী হয়েছেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে ফরাসি সনেটে প্রথমদিকে পেত্রার্কান প্রেম-স্বর্বস্ব হলেও পরবর্তীকালে ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি এমনকি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপও সনেটের বিষয়াদি হিসেবে স্বীকৃত হয়।

উল্লিখিত দুটি ফরাসি-রীতি ভেঙে বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) নতুন দুটি রূপকল্প প্রবর্তন করেন; যথা–

১. কখখক কখখক গগ ঘঙঙঘ
২. কখখখ কখখক গগ ঘঙঘঙ

প্রথম রীতিতে তিনি তাঁর *সনেট-পঞ্চাশৎ* (১৯১৩) কাব্যের 'জয়দেব', 'বন্ধুর প্রতি', 'কাঠ-মল্লিকা', 'রূপক', 'হাসি', 'উপদেশ'; *পদচারণ* (১৯১৯) কাব্যের 'বর্ষা', 'সনেট-সপ্তক'-(৩), (৬),(৭), 'শরৎ'; *অন্যান্য কবিতা*'র (১৯১৩) 'পঞ্চাশোর্ধ্বে' এবং দ্বিতীয় রীতিতে *সনেট-পঞ্চাশৎ* কাব্যের 'ভর্তৃহরি', 'বাংলার যমুনা', 'বার্ণার্ড শ', 'বালিকা-বধূ', 'ব্যর্থ-জীবন', 'মানব-জীবন', 'হাসি ও কান্না', 'ধরণী', 'কাঁঠালী চাঁপা', ' 'করবী', 'অপরাহ্ণ', 'ব্যর্থ-বৈরাগ্য', 'অন্বেষণ', 'বিশ্বরূপ', 'শিব', 'বিশ্ব-ব্যাকরণ', 'বিশ্বকোষ', 'সুরা', 'পূরবী', 'শিখা ও ফুল', 'পরিচয়', 'স্মৃতি', 'আত্মকথা'; *পদচারণ* কাব্যের 'ফস্‌লে গুল্‌মে ময়মেতোরা?', 'অকাল বর্ষা', 'বর্ষা', 'কবিতা', 'কাব্যকলা', 'আমার সনেট', 'আমার সমালোচক', 'সনেট-সপ্তক-(২), (৪), (৫), 'দ্বিজেন্দ্রলাল', 'স্নেহলতা',

'সনেট', 'খর্সাং'; *অন্যান্য কবিতা*'র 'দুনিয়া', 'ফরমাশি সনেট' প্রভৃতি রচনা করেন। প্রমথ চৌধুরী *সনেট-পঞ্চাশৎ*-এর প্রথম সনেটে লিখেছেন:

পেত্রার্ক-চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ,
যাঁহার প্রতিভা মর্ত্যে সনেটে সাকার।
একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার,
শুরুশিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ!
... ...
ইতালির ছাঁচে ঢেলে বাঙালির ছন্দ,
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।
কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ
সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট! (চৌধুরী ১)

কিন্তু কার্যত তিনি *সনেট-পঞ্চাশৎ* গ্রন্থভুক্ত ৫০টি সনেটের একটিতেও খাঁটি পেত্রার্কীয়-রীতি অনুসরণ করেননি। তাঁর *পদচারণ* কাব্যের 'সনেট-সুন্দরী' 'বনফুল' ও 'চেরীপুষ্প' পেত্রার্কার কখখক কখখক গঘঙ গঘঙ ছাঁচে রচিত। সম্ভবত পেত্রার্কীয়-রীতি তাঁর মনপুত না হওয়ায় এই রীতিতে সনেট রচনায় তিনি খুব বেশি আগ্রহ দেখাননি। ফরাসি কবিরা ব্যঙ্গকৌতুক ও বিদ্রুপ প্রকাশের উদ্দেশে সনেটের ষটককে দুই ত্রিকে বিভক্ত করেছেন। প্রমথ চৌধুরী বাগবৈদগ্ধ্য ও বক্রোক্তির অধিকারী ছিলেন। হয়তো তিনি তাঁর এই কবি-স্বভাবের প্রতিরূপ দিতে গিয়ে ফরাসি সনেটের দুই ত্রিককে ভেঙে ষটকের শীর্ষে দ্বিপদী গঠনে প্রয়াসী হয়েছেন যা তাঁর সমগ্র সনেটের সবচেয়ে দৃষ্ট অংশ। বলাবাহুল্য, তাঁর সনেটের এই বিশেষ গঠন সনেটের ভারসাম্যের পক্ষে কতটুকু রীতি-সিদ্ধ তা অবশ্য নিরীক্ষার বিষয়।

প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত দ্বিতীয় পদ্ধতিতে রমণীমোহন ঘোষের 'আয়োজন'; সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বৃন্দাবনে'; কান্তিচন্দ্র ঘোষের 'প্রেম-সমাধি'; যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'মাতৃভূমি'; প্রমথনাথ বিশীর 'প্রাচীন পারসীক হইতে-(১৫০), (১৫২); রাধারাণী দেবীর 'সিথিঁমোর'-(৫), (২৬); আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'নিরাশায়'; রিয়াজউদ্দীন চৌধুরীর 'নিষ্ফল-প্রয়াস' ও শামসুল হুদার 'স্ফুলিঙ্গ' প্রভৃতি সনেট রচিত। এ-সকল সনেটের স্তবক গঠন সর্বত্রই ৮+২+৪।

চার

সনেট সাধারণত চৌদ্দ পঙক্তির কবিতা। এই পরিসরেই সমগ্র পৃথিবীতে কবিরা সনেট রচনা করেছেন। প্রখ্যাত ইংরেজ কবি দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি তাঁর *দি আরলি ইতালিয়ান পোয়েটস* (*The Early Italian Poets*, 1861) গ্রন্থে ১৬-পঙক্তির তিনটি 'প্রলম্বিত সনেট' (Prolonged Sonnet) সংকলন করেছেন। আদিকালে ইতালিতে ১৬-পঙক্তিতে রচিত হয়েছিল প্রলম্বিত সনেট; যার মিল-নির্মিতি (Rhyme-Structure) নিম্নরূপ:

১. কখখক কখখক গঘগ ঘগঘ ঙঙ
২. কখখক কখখক গঘঙ গঘঙ চচ

এই দ্বিবিধ মিল-নির্মিতি থেকে স্পষ্ট যে, খাঁটি পেত্রার্কীয় সনেটের শেষে শ্লেষ (Epigram) রূপে একটি মিত্রাক্ষর দ্বিপদী বিযুক্ত করে আদিকালে ইতালিতে প্রলম্বিত সনেট রচিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই রীতি পৃথিবীর

অন্য কোথাও আর অনুসৃত হয়নি। তার কারণ : "সনেটের রোমান্টিক ভাব-কল্পনাকে ক্লাসিক্যাল রূপবৃত্তে উজ্জ্বল সুডৌল ও সঙ্গীতময় করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য চৌদ্দ পংক্তির পরিসর অপরিহার্য।"(কাদির ২৯) ইংরেজ কবি জর্জ মেরেডিথ (George Meredith, 1828-1909) সনেটের চতুষ্কে আদি-ইতালীয় (কখখক) প্রথায় মিল দিয়ে ১৬-পঙক্তিতে তাঁর *মডার্ন লাভ* (*Modern Love*, 1862) নামক কবিতা-গুচ্ছ রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুও 'সর্বেশ্বরী', 'ফাউস্টের গান', 'পঞ্চাশের প্রান্তে', 'মুক্তির মুহূর্ত', 'গ্যেটের অষ্টম প্রণয়', 'গ্যেটের নবম প্রণয়' শীর্ষক ছয়টি ১৬-পঙক্তির সনেট লিখেছেন। 'গ্যেটের অষ্টম প্রণয়' কবিতাটির মিল-বিন্যাস হচ্ছে–

১. কখকখ গঘগঘ ঙঙচ গছছ চগ

বুদ্ধদেব বসু তাঁর এই সনেটগুলোর চতুষ্কে বিশুদ্ধ শেক্সপীরীয় মিল-বিন্যাস রীতি অনুসরণ করলেও ষটক এবং শেষ শ্লোক-পুচ্ছে যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ কবি এডগার অ্যালান পো (Edgar Allan Poe, 1809-1849) 'সাইলেন্স' (Silence) শিরোনামীয় ১৫-পঙক্তির সনেট লিখেছেন। জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) 'নিঃসরণ' ও 'উদয়াস্ত' সনেট দুটিও ১৫-পঙক্তিতে সংরচিত; তবে অ্যালান পো ও জীবনানন্দ দাশের মিল-বিন্যাস এক নয়। বাংলা সাহিত্যে ১৩-পঙক্তিতেও সনেট রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাত্রি' (*কড়ি ও কোমল*), দেবেন্দনাথ সেনের 'দুহিতা-মঙ্গল-শংখ-৪' (*অপূর্ব শিশুমঙ্গল*), জীবনানন্দ দাশের 'এখানে ঘুঘুর ডাকে' (*রূপসী বাংলা*), 'অনন্ত জীবন যদি' (*অগ্রন্থিত কবিতা*), 'হেমন্ত কুয়াশায়' (ঐ) ও ফররুখ আহমদের 'সন্ধ্যা' (*শ্রেষ্ঠ কবিতা*), 'ঈদের স্বপ্ন' (ঐ) ১৩-পঙক্তিতে রচিত সনেট। এ-ধরনের ১৩-পঙক্তিবিশিষ্ট সনেটকে ছান্দসিক আবদুল কাদির তাঁর *ছন্দ সমীক্ষণ* গ্রন্থে 'খন্ডিত সনেট' রূপে মূল্যায়ন করেছেন।

ইংরেজিতে Iambic Pentameter (দ্বিস্বর-পঞ্চপার্বিক) ছন্দে সনেট লেখা হয়। বাংলা ভাষায় সনেট সাধারণ ১৪ বা ১৮-মাত্রার পঙক্তিতে রচিত হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দাস, প্রমথ চৌধুরী ও কান্তিচন্দ্র ঘোষের সব-সনেট ১৪-মাত্রায় চিত্রিত। আবার দেবেন্দ্রনাথ সেনের সব-সনেট ১৪ বা ১৮-মাত্রার, আবার ১৬-মাত্রার 'ভালবাসার জয়' (*গোলাপগুচ্ছ*) নামে তাঁর একটি সনেট রয়েছে। আবদুল হাই মাশরেকীর 'উটপাখী কবুতর' (*পূবালী*), আ.ন.ম. বজলুর রশীদের 'আবেদন' (*একঝাঁক পাখী*) সনেট দুটি ১৬-মাত্রার প্রলম্বিত পয়ারে লিখিত। 'আবেদন' সনেটটি উদ্ধৃত হলো:

'কেন তুমি যাবে'– বল্‌লে যখন সময় হলো	১৬	ক
বিদায় নেবার, হেনার গন্ধে উতলা মন,	১৬	খ
ফুল ঝ'রে গেল ক্লান্ত করুণ উদাসী বন	১৬	খ
অশ্রু-বাষ্পে বিহ্বল কেন, দু'চোখ তোলো।	১৬	ক
কতদিন ধ'রে প্রতীক্ষা ক'রে ছিলাম আমি,	১৬	গ
কত দুঃসহ প্রহর কেটেছে কল্পনাতে,	১৬	ঘ
লুব্ধক মেলে লোলুপ দৃষ্টি কেঁপেছে রাতে,	১৬	ঘ
পাখা ঝাপটায় শ্রান্ত মরাল সুদূরগামী।	১৬	গ

আর কেন তুমি পিছে দাও ডাক, বিহঙ্গম	১৬	ঙ
উড়বে এখনি পায়ের বাঁধন ছিঁড়তে দাও,	১৬	চ
ক্ষত হ'য়ে আছে নিদারুণ তার বেদনা কত!	১৬	ছ
ব'লে যাই তবু সুন্দর ছিলে ফুলের মতো,	১৬	ছ
আঘাত তোমার উপেক্ষা যত মধুর তা-ও,	১৬	চ
ক্ষমা ক'রে দিও বাসনা আমার অসংযম।(ঐ:৮০)	১৬	ঙ

১২-মাত্রার পঙক্তি নির্মাণের প্রথম পরীক্ষা করেছেন অক্ষয়কুমার বড়াল; তাঁর 'ডুবছে তপন' (*ভুল*) সনেটের অনন্য দৃষ্টান্ত:

ডুবেছে তপন, আলোক-জীবন;	১২	ক
ধরণীর বুক ছাইছে আঁধার!	১২	খ
ফিরিছে পথিক, মলিন বদন;	১২	ক
জগতের কাজ নাহি যেন আর!	১২	খ
যে আলোক গেল, গেল একেবারে?	১২	গ
রহিল না প্রেম, গেল কি সমূলে?	১২	ঘ
ধীরে আসে বায়ু, মুছে শ্রম-ধারে,	১২	গ
যে ভুলে– যেন গো একেবারে ভুলে!	১২	ঘ
ডুবেছে তপন, প্রত্যক্ষের আলো;	১২	ঙ
দলে দলে তারা ফুটিছে আবার।	১২	খ
কোটি চক্ষু মেলি' ঘেরে চারি ধার,	১২	খ
সমষ্টির যেন ভগ্নকণা-জাল!	১২	চ
যে আছিল এক, হ'লো শত শত!	১২	ছ
কণায় কণায় প্রেমের জগত!	১২	ছ

(উদ্ধৃতি, কাদির ৩১)

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) তাঁর 'প্রতিকৃতি' (অবকাশরঞ্জিনী) ও 'কবির উপহার' (ঐ) শীর্ষক দুটি কবিতাকে সনেট হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর 'প্রতিকৃতি' সনেটের বহিরঙ্গ শেক্সপীয়রীয় আদলে হলেও পঙক্তি মাত্রায় রয়েছে অসমতা– ৯টি পঙক্তি ১২-মাত্রার এবং ৫টি পঙক্তি ১১-মাত্রার। পরবর্তীকালে এ-ধরনের আরো অসমমাত্রাবিশিষ্ট পঙক্তির সনেট লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেব বসুর 'স্মৃতির প্রতি: ২' (*যে-আঁধার আলোর অধিক*), 'মরুপথ' (ঐ) মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'উতলা রজনী' (*বুলবুল*) ও মহীবুল আজিজের 'বাংলার মুখ' (*আমার যেরকম প্রস্তুতি*) প্রভৃতি অসমমাত্রার পঙক্তির সনেট।

আবদুল মান্নান সৈয়দের (১৯৪৩-২০১০) 'হেমন্তী' শীর্ষক সনেটটি ১০ মাত্রার পঙক্তিতে রচিত:

হেমন্তের বিশাল গেলাশে	১০	ক
ছুটেছি একটি শাদা ঘোড়া।	১০	খ
অথবা : পাজামা, শূন্যে ওড়া,	১০	খ
জীবনের মাঠে ও আকাশে; –	১০	ক
ফাল্গুনের রসের আশ্বাসে	১০	ক
বিদ্ধ হৈমন্তিক ফুল-তোড়া।	১০	খ
নাকি এ-ই শূন্যতায় ঘোরা?	১০	খ
পূর্ণতার নীলিমাসঙ্কাশে	১০	ক
শূন্যতার হেমন্তী ক্বাফিয়া	১০	গ
মেলে ধরে চরম পতাকা;	১০	ঘ
রতির পিঞ্জর খুলে টিয়া–	১০	গ
জলে, সিল্কের শাড়ির মতো,–	১০	ঙ
মিশে যাবে আকাশসম্মত	১০	ঙ
সম্পূর্ণ জীবন আছে রাখা ।	১০	ঘ

(সৈয়দ ৩৯)

এই সনেটটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনূদিত কবিতা 'প্রাচীন প্রেম' মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত প্রথম সনেট। কিন্তু এই কবিতাটির সাথে আবদুল মান্নান সৈয়দের 'হেমন্তী' কবিতার পার্থক্য হলো এর পঙক্তি-বিন্যাস ২+৪+৭+১=১৪ এবং প্রতিটি পঙক্তিতেই মাত্রাসংখ্যা ১০। অবশ্য এ-প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে প্রথম নয়। এর আগে বুদ্ধদেব বসু প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচনা করেছেন দুটি ১০ মাত্রার সনেট: 'স্মৃতির প্রতি: ৩' (*যে-আঁধার আলোর অধিক*) ও 'আটচল্লিশের শীতের জন্য: ৩' (ঐ)। দুটি সনেটের পঙক্তি বিন্যাস: ৪+৪+৩+৩। ১৪-মাত্রার সনেটের পরিবর্তে ১০-মাত্রার সনেট এবং সনেটে বিচিত্র স্তবক-সজ্জা ওই দু'জন কবিরই সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁদের এই সনেটধর্মী নিরীক্ষা-প্রবণতা মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের প্রায়োগিক সম্ভাবনাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০-মাত্রায় পঙক্তি যোগে লিখেছেন 'যৌবন-স্বপ্ন', 'ক্ষণিক মিলন' ও 'সন্ধ্যার বিদায়' শিরোনামযুক্ত সনেট। সিকান্দার আবু জাফরের 'মুখস্থ গণিত' ২০-মাত্রার সনেট। বুদ্ধদেব বসুর 'অসূর্যস্পশ্যা'; শামসুল হুদার 'একটি স্বপ্ন', 'ভারমুক্ত' ও আ.ন.ম. বজলুর রশীদের 'আষাঢ়', 'ঊর্ণনাভ' ২২-মাত্রার সনেট। জীবনানন্দ দাশের *রূপসী বাংলা*'র বেশিরভাগ কবিতা ২২ মাত্রার পঙক্তিতে এবং কিছু কবিতা ২৬-মাত্রার পঙক্তিবন্ধে নির্মিত। তাঁর *ধূসর পাণ্ডুলিপি*'র 'শকুন' ও *বনলতা সেন*'র 'পথ হাঁটা' সনেটদ্বয় ২৬-মাত্রার পঙক্তিতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সংস্থাপিত। বস্তুত সনেট রচনার ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ ইতালীয় কিংবা শেক্সপীয়রীয় কোনো প্রবণতাকে গ্রহণ করেননি; বরং তাঁর সনেটে রয়েছে উভয়ের মিশেল। ছান্দসিক আবদুল কাদির জীবনানন্দ দাশের এসব কবিতাকে 'সনেটের অযত্নখচিত বিস্রস্ত রূপ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধদেব বসুও ২৬-মাত্রার পঙক্তি

ব্যবহার করে 'সুদূরিকা' (*পৃথিবীর পথে*) ও 'আর কিছু নাহি সাধ' (ঐ) সনেট দুটি লিখেছেন। এভাবে ১০,১১,১২,১৬,২০,২২ বা ২৬-মাত্রার পঙক্তিতে রচিত সনেট 'ঘনপিনদ্ধ রূপমূর্তি ও সঙ্গীত-সুষমা' সৃষ্টিতে মোটেই সহায়ক নয় বলে আমাদের বিশ্বাস। এ-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন:

> পয়ারের অক্ষর-সংখ্যা চৌদ্দ। যতই না কেন নব নব ছন্দ আবিষ্কৃত হোক, বাঙ্গালীর মনে সেই সনাতন পয়ার যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে, তা কখন হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না। ... কিন্তু সনেট রচনার এ কতখানি উপযোগী তা ভাববার বিষয়। চৌদ্দ অক্ষরের চৌদ্দটি লাইনে কতটুকু কথাই বা বলা যায়? ... আমার মনে হয়, আঠারো অক্ষরের ছন্দই বাংলায় সনেট রচনার সব-চেয়ে উপযোগী (কল্লোল ৭৬৯)।

মোহিতলাল মজুমদারের বক্তব্যটিও স্মর্তব্য :

> সনেটে চৌদ্দটি এক-ছন্দের পংক্তি থাকে– ইংরাজীতে Iambic Pentameter-ছন্দই সনেটের ছন্দ; বাংলাতেও তাহার অনুরূপ চৌদ্দ-অক্ষরের পয়ারই প্রশস্ত; কখনও বা ঐ ছন্দকেই একটু দীর্ঘ করিয়া লওয়া হয়; তাহাতে ছন্দের সঙ্গীত-গুণ বৃদ্ধি পায়, ভাব একটু ছাড়া পায়– কিন্তু সনেটের সংহতি-গুণ ক্ষুণ্ন হয়। বাংলায় ঐ পয়ার-পংক্তিই যে সনেটের বিশেষ উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু দীর্ঘ-পয়ারেও (১৮ অক্ষর) সনেটের ছন্দধ্বনি একটু গভীর ও গম্ভীর হইবার অবকাশ পায় বলিয়া, তেমন ছন্দও বাংলা সনেটে গ্রাহ্য হইয়াছে। মধুসূদন বাংলা সনেটের জন্য ১৪-অক্ষরই নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, এবং কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন এই ১৪-অক্ষরেই সনেটের কাব্যরসকে পূর্ণরূপ দান করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাংলা সনেটের পংক্তি উহা অপেক্ষা দীর্ঘতর না হইলেও চলে (মজুমদার ১৪৬)।

মধুসূদন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও প্রমথ চৌধুরী ১৪-মাত্রার পঙক্তিতে সনেটের ভাব-সংযম ও ছন্দ-প্রবাহ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যদিকে অজিতকুমার দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, শামসুর রাহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, আল মাহমুদ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৮-মাত্রায় অনেক অনবদ্য সনেট রচনা করে এই প্রবণতাকে পরিচিত করে তুলেছেন। ফলে সাম্প্রতিককালে ১৪-মাত্রা অপেক্ষা ১৮-মাত্রার সনেট রচিত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু কবি নিয়মনিরপেক্ষ (Irregular) ধাঁচের প্রচুর সনেট রচনা করেছেন, যা সনেটের নিটোল গঠন-বিন্যাসের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। এ-সব কবি প্রচলিত সমস্ত সনেট-রীতিকে উপেক্ষা করে স্তবক-গঠন ও মিল-বিন্যাসের বিচিত্র পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন– যেখানে প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের রোমান্টিক কবিমানসের অস্থিরতা। নিচে অনিয়মিত ধাঁচের কয়েকটি সনেট উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হলো:

কায়কোবাদের 'প্রেমলীলা' (*অমিয়-ধারা*):
কখকখ কগকগ ঘগঘগ ঙঙ
সুফী মোতাহার হোসেনের 'মায়ামৃগ' (*সনেট-সংকলন*):
কখখক কখখক গকঘ ঘকগ
মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার 'প্রথম ফোটার স্বপ্নে' (*মন ও মৃত্তিকা*):
কখখক গঘঘগ ঙচগ গচঙ
সৈয়দ আলী আহসানের 'উত্তর-যৌবন' (*পূর্বমেঘ*):
কখখক গঘগঘ গঘগঘ ঙঙ

আবুল হোসেনের 'বিজয়ী' (*নববসন্ত*):
কখকখ গঘগঘ ঙচছ ছচঙ
সানাউল হকের 'একটি রাত' (*নদী ও মানুষের কবিতা*):
কখকখ গঘগঘ ঙচঙ চঙচ
হাসান হাফিজুর রহমানের 'অন্বিষ্ট অসুর' (*অন্তিম শরের মতো*):
কখখক গঘঘগ ঙচঙচ ছছ
আবু হেনা মোস্তফা কামালের 'কোন কবির প্রতি' (*মাসিক মোহাম্মদী*):
কখখক গঘঘগ ঙচচঙ ঘঘ
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'সান্ধ্য উল্লাস' (*বিপন্ন বিষাদ*):
কখখক গঘঘগ ঙচচ ঙঘঘ
দিলওয়ারের 'তোমাকে' (*ঐকতান*):
কখখক গককগ ঘঙঙঘ চচ
জিয়া হায়দারের 'সাপ' (*একতারাতে কান্না*):
কখখক কখখক কগগ কঘঘ
ওমর আলীর 'তোমার সৌন্দর্যবোধ' (*অরণ্যে একটি লোক*):
কখখক গঘগঘ ঙকঙক চচ
সৈয়দ শামসুল হকের 'পরবাসে' (*অপর পুরুষ*):
কখখক গঘঘগ কঙঙ কচচ
ফজল শাহাবুদ্দীনের 'কেন ভালোবাসা' (*আততায়ী সূর্যাস্ত*):
কখখক গঘঘগ ঙচচ ঙকক
মুহম্মদ নূরুল হুদার 'কাকরাজ' (*কুসুমের ফণা*):
কখখক কগগক ঙককঙ চচ

এ-সকল নিয়মনিরপেক্ষ বা মিশ্র রোমান্টিক-রীতির সনেট আঙ্গিক ও ভাষারীতির দিক থেকে দুর্বল মনে হলেও উত্তর-পর্বের কবিমানসে নিরীক্ষার উদ্যম সঞ্চার করবে, নিঃসন্দেহে। সনেটের দৃঢ়বদ্ধ প্রকরণরীতি যে নানা নিরীক্ষাকে সহ্য করে, এগুলো তার চমৎকার দৃষ্টান্ত।

পাঁচ

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন পেত্রার্কীয় সনেট-কলাকৃতিকে তাঁর কাব্যের প্রধান বাহন হিসেবে গ্রহণ করে প্রত্যাশা করেছিলেন যে, পরবর্তীকালের প্রতিভাধর কবির সাধনায় এই কলাকৃতি ইতালীয় সমকক্ষ হয়ে উঠবে। কবির এই উচ্চাশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। অবশ্য তাঁর পরবর্তীকালের কবিসমাজ কেবল পেত্রার্কীয়-রীতিতেই সনেট রচনা করেননি– শেক্সপীয়রীয়, ফরাসি ও অন্যান্য পরীক্ষামূলক নানা রীতিতেও সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছেন। মধুসূদনের পর বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, প্রমথ চৌধুরী ও তিরিশি পঞ্চকবিসহ আরো কিছু অনুজ্জ্বল কবির বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় সনেটের রূপ ও রীতিতে এসেছে নানা বৈচিত্র্য যা তাঁদের উত্তরকালের কবিসমাজকে দারুণ উৎসাহী করে তোলে। শামসুর রাহমানের গদ্য-সনেট, আল মাহমুদের সনেট-পরম্পরা, ফজল সাহাবুদ্দীনের *সনেট-গুচ্ছ* ও দিলওয়ারের *স্বনিষ্ঠ-সনেট* এমনকি অতিসাম্প্রতিক কালের কবির কাব্যকলায় সনেটের বিচিত্র

পরীক্ষা-নিরীক্ষা তারই সাক্ষ্য বহন করে। বাংলা সাহিত্যে সনেটের বয়স প্রায় দেড়শো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই কাল-পরিধিতে বাংলার কবিসমাজ তাঁদের জীবন ও জগতের বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে সনেট-রূপী কবিতার এই ঘনপিনদ্ধ কলাকৃতিকেই বেছে নিয়েছেন বারবার।

তথ্যসূত্র

কল্লোল। ফাল্গুন, ১৩৩৫।

কাদির, আবদুল (সম্পা.) । "ভূমিকা", *সনেট শতক*। বইঘর, ১৩৮০।

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প*। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮।

চৌধুরী, প্রমথ। *সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা*। বিশ্বভারতী গ্রন্থাবিভাগ, ১৯৩০।

বসু, যোগীন্দ্রনাথ। *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*। ৪র্থ সং., ১৩১৪।

মজুমদার, মোহিতলাল। *বাংলা কবিতা ছন্দ*। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২।

সৈয়দ, আবদুল মান্নান। 'হেমন্তী', *জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা*, *কবিতা সমগ্র*। শিল্পতরু প্রকাশনী, ২০০২।

সোম, নগেন্দ্রনাথ। *মধুস্মৃতি*। দ্বি.সং., ১৩৬৯।

Brereton, Geoffrey. *A Short History of French Literature.* Pelican, 1954.

Lee, Sir Sidney. *The French Renaissance in England.* Oxford, 1910.

The Elizabethan Sonnet. *The Cambridge History of English literature*. Vol.III. 1964.